দেশজুড়ে বিশেষভাবে সক্ষমদের কর্মসংস্থানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে

কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার অধিকাররক্ষামন্ত্রক ১৫০ কোটি মঞ্জুর করেছে।

বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০ কোটি টাকা দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এন্টারপ্রেনারশিপের কাজে ব্যবহৃত হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষভাবে সক্ষমদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের দক্ষতা এবং স্বনির্ভর কর্মসূচি সফল করতে প্রশিক্ষণ নেবার কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার অধিকাররক্ষামন্ত্রক ১৫০ কোটি মঞ্জুর করেছে। মঞ্জুরীকৃত অর্থ দিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সক্ষম করে তোলার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০ কোটি টাকা দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এন্টারপ্রেনারশিপের কাজে ব্যবহৃত হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষভাবে সক্ষমদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনব্যাপী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার সুনিশ্চিত করবার বিষয়ে কর্মশালা এবং আলোচনা সভায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

সারা দেশে বিশেষভাবে সক্ষম কর্মপ্রার্থী ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অধিকার সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুসারে, ৯৯ লক্ষ বিশেষভাবে সক্ষম কর্মসংস্থানের ছাতার বাইরে রয়েছেন। ১ কোটি ৩৪ লক্ষ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁদের বয়স ১৫ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের উদ্যোগে ৯৪৭টি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও অধিকাররক্ষামন্ত্রকের রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে।

জলপাইগুড়িতে দু'দিনের কর্মশালা

এদিনের আলোচনা সভায় স্কুল এডুকেশন দপ্তরের ডিরেক্টর অমরেন্দ্রনাথ দে বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা আমাদের করুণার পাত্র নন। তাঁরা প্রত্যেকেই এই সমাজের প্রতিনিধি। এঁদের কর্মসংস্থানের পথকে মসৃণ করবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারি উদ্যোগকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে হবে।' দু'দিনের কর্মশালায় জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আলোচনা সভার উদ্বোধন করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'সরকারি কর্মসূচিকে মূলধন করে যেমন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কর্মসূচি সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে হবে, তেমনি এ ব্যাপারে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা ভুলে গেলে চলবে না।' আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ, নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি শাখার ডেপুটি ডিরেক্টর শান্তনু দাম, স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন প্রধান স্বপনকুমার সরকার প্রমুখ।